"মাগুড়া নির্বাণ মঠ"

মাগুড়া নির্বাণ মঠ

গ্রাম- মাগুড়া
পোঃ- মাগুড়াবালালপুর
জেলা- পুরুলিয়া।

শ্রী শ্রী ব্রহ্মজ্ঞ মা আশ্রমের ইতিহাসঃ—

মাগুড়া নির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ওমানন্দ মহারাজ। তিনি "লাল মামা" নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রী শ্রী ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। মায়ের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসের (বাংলা বৈশাখ মাসে) মানভূম জেলার (বর্তমান পুরুলিয়া) অন্তর্গত হুড়া থানার মাগুড়া গ্রামে পৌঁছেছিলেন।

মাগুড়িয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে কঞ্চু মাহাতর আম বাগানে একটি ছোট কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ফুচন মাহাত স্বামীজিকে খাবার দিতেন। শ্রীনাথ মাহাত স্বামীজিকে সেবা করিতেন এবং বিশিষ্ট দাস ও ভক্ত ভগিরাম, সুবল, ভোলানাথ, শূলপানি মাহাত সৎ-আলোচনা করিতেন। একসঙ্গে পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ ঐ কুটীরেই সাধন ভজন করেছিলেন।

"মা" সুক্তা মামার ও মামার সময় এই আশ্রমের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অনেক ভক্ত মায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন। পরে শ্রী শ্রী মা দেওঘরে অসুস্থ হইলে স্বামী ওমানন্দ মহারাজ মায়ের সেবাকার্যের জন্য দেওঘরে চলিয়া যান এবং চার বৎসর কাল মায়ের সেবা শুশ্রূষা করেন। তারপর মায়ের মহাসমাধির পর মাগুড়া নির্বাণ মঠে আবার আসেন। দশ বার বৎসর ঐ কুটীরেই সাধন ভজন করেন এবং মোটকুলি করেন। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী স্বামীজির সাথে ছিলেন। পরে মায়ের কৃপায় স্বামীজির অনেক ভূসম্পত্তি হয়েছিল। তারপর বাংলা ১৩৫৬ সালে জমিদারের কাছ হইতে পুরুলিয়া পুঞ্চা রাস্তার উপর ১৭ বিঘা

জমি [illegible]

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।
১৩৫৭ সালে (বাংলা) ঐ জমির উপরে একটি ছোট বিল্ডিং
তৈয়ারী করেন, পরে একটি রান্না ঘর, একটি পাকা
পায়খানা দুটি পাকা কুয়া এবং একটি পুকুর খনন
করেন। দুই এক বছর পরে তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি
পাকা বিল্ডিং তৈয়ারী করেন এবং তার দুই বছর পর
শ্রী শ্রী মায়ের একটি মন্দির স্থাপন করেন, বর্তমানে
মন্দিরের নাটমন্দির বাকী। স্বামীজি ৫৫ বিঘা জমির উপর
একটি মেলা তৈরী করেছিলেন এবং তা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।
পরে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দেন
(মঠবাড়ে)। ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা দান করিয়া এ
আশ্রমের সামনে শ্রী শ্রী ব্রহ্মময়ী বিদ্যামন্দির নামে
একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। বাকী ১৬০০০/০০ টাকা
স্কুল ফান্ডে জমা দেন, ২১০০০/০০ (একুশ হাজার)
টাকা দেওঘরে লইয়া যান।
মাগুরা গ্রামটি বড়। প্রায় ৩০০০ হাজারের লোক বাস
করে। সকলেই চাষী এবং চাষের উপর নির্ভরশীল।
গ্রামের অধিকাংশ লোক মায়ের ভক্ত। কাছাকাছি
অনেক গ্রামের লোকও মায়ের ভক্ত। আশ্রমের বাগানে
নানা রকমের গাছ আছে। যেমন নারিকেল, সুপারি,
আম, জাম, অশ্বত্থ নানা প্রকারের ফুলের গাছ
ইত্যাদি।
এই আশ্রমে শ্রী শ্রী ব্রহ্মময়ী মায়ের ২টি উৎসব হয়
একটি মায়ের জন্মোৎসব এবং একটি তিরোধান উৎসব
(১২৮৬ সনের ?) ফাল্গুনের শুক্লা একাদশীতে জন্মোৎ-
সব এবং কালী পূজার চতুর্দশীতে তিরোধান
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সন্ধ্যারতি
গীতাপাঠ চণ্ডীপাঠ মায়ের জীবনী, উপাসনা

মঠের উদ্দেশ্য (ও লক্ষ্য) ভক্তদের মধ্যে পাঠ করা হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় যে স্বামী ওমানন্দ মহারাজ আমাকে দু'জন ও আরও চারজনকে দীক্ষিত করেন। স্বামী নির্বাণানন্দকে দেওঘরে পাঠালাম, স্বামী সর্বানন্দ বর্তমানে আনন্দময়ী আশ্রমে অবস্থিত, স্বামী নিত্যানন্দ ভারতে পরিভ্রমণে রত। বর্তমানে স্বামী সচ্চিদানন্দ মাসুন্দা মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে আছেন।

স্বামী ওমানন্দের কাছে ১৩৭৭-৭৮ সালে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া (গুরুর) নির্দেশে উত্তরাখণ্ড, হিমালয়, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, গঙ্গোত্রী ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করি। পরে দুই তিন মাস পরিভ্রমণের পর দেওঘরে ফিরে আসলাম। স্বামী ওমানন্দ মহারাজ আমাকে মাসুন্দা নির্বাণ মঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন।

পরে স্বামী ওমানন্দ মহারাজ ১৩৮৬ খ্রি. সালে (বাংলা) কার্তিকের ১১ তারিখে ৬টা ৪০ মিনিট সময়ে দেওঘরে মহাসমাধি লাভ করেন।

"স্বামী সচ্চিদানন্দ"